International Journal of Multidisciplinary Horizon

ISSN:3049-2017
IJMH 2025; 2(5): 42-44
© 2025 IJMH
www.themultijournal.com

Received: 23-09-2025
Accepted: 30-09-2025
Publish : 01-10-2025

Sulekha Ghosh
M.A in Bengali,
Rabindra Bharati University,
West Bengal, India

Correspondence:
Sulekha Ghosh
M.A in Bengali,
Rabindra Bharati University,
West Bengal, India

‘জমীদার দর্পণ’ নাটক অনুসারে ঊনবিংশ শতাব্দীর সমাজের অবলোকন

Overview Of Nineteenth-Century Society As Depicted In ‘Zamindar Darpan’

Sulekha Ghosh

সংক্ষিপ্তসার (Abstract) : অনুকরণ করিবার সহজাত প্রবৃত্তি হইতে নাটকের উৎপত্তি। ভারতীয় নাটকের উৎপত্তি নৃত্য হইতে হইয়াছে অনুমান করা অসঙ্গত নহে। ঊনবিংশ শতাব্দীতে নাট্যমঞ্চের যবনিকা উত্তোলিত হবার পর নাটকের মধ্যে যে চেতনা মূর্ত হইতে লাগিল। তাহার স্বরূপ জানিতে গেলে তৎকালীন বাংলার সামাজিক দিকে দৃষ্টিপাত করিতে হইবে। জমীদার বংশের সন্তান মীর মশাররফ হোসেন উদ্দেশ্যমূলক ভাবে ১৮৭২ সালে নাটকটি রচনা করে জমীদারের দ্বারা অত্যাচারিত মানুষের সকরুণ আর্তিকে নাটকের মাধ্যমে তুলে ধরতে চেয়েছেন। সিরাজগঞ্জে কৃষক বিদ্রোহের পটভূমিতে রচিত এই নাটকে নাট্যকার অত্যাচারী, স্বেচ্ছাচারী, দুশ্চরিত্র জমীদারদের অপকর্মের স্বরূপ উন্মোচন করেছেন। হায়ওয়ান আলী কোশলপুর গ্রামের লম্পট জমিদার। আবুমোল্লার সুন্দরী পত্নী নুরন্নেহারের প্রতি আকৃষ্ট হয়। কিন্তু নুরন্নেহার জমীদারের কুপ্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে। যার ফলে জমীদার তার স্বামীকে জোর জবরদস্তি করে ধরে আনে। এতেও কাজ না হওয়ায় পরবর্তিতে দেখা যায় জমীদারের লোকজন অন্তঃসত্বা নুরন্নেহারকে ধরে নিয়ে যায় এবং তার ওপর পাশবিক অত্যাচার চালায়। মৃত্যু হয় নুরন্নেহার। প্রজাদের ওপর অত্যাচার, ধর্মের আন্তরালে অপকর্ম ইত্যাদির মাধ্যমে তৎকালীন সমাজের চিত্র ফুটে উঠেছে আলোচ্য নাটকে। অথচ তাদের কোনো সঠিক বিচারও হত না। শুধু তাই নয় ঊনবিংশ-শতাব্দীতে জমীদারের অধিনস্থ চাকর, সর্দার, মোসাহেবগন জমীদারকে তোষামোদ করত এবং তাদেরকে পদলেহণের মাধ্যমে জীবন অতিবাহিত করত। এমনকি সেসময়ে অনেক মানুষ ধর্মব্যবসায়ী হিসাবেও সমাজের ক্ষতিসাধন করেছে। ১৮৭২-৭৩ খ্রিস্টাব্দের ‘সিরাজগঞ্জ-বিদ্রোহ’ এর পটভূমিতেই রচিত হয়েছিল আলোচ্য 'জমীদার দর্পণ' নাটকটি। যেখানে শ্রী মীর মশাররফ হোসেন জমীদারদের সকল অপকর্ম স্পষ্টভাবে চিত্রিত করেছেন। যা ঊনবিংশ শতাব্দীর সমাজের কুফলগুলির চিএ হিসাবে দর্পণের প্রতিবিম্ব স্বরূপ ফুটে উঠেছে।

Key word (সূচক শব্দ): যবনিকা, আর্তি, সর্বস্বান্ত, অন্তঃসারশূন্যতা, অনুরক্ত, ভূস্বামী, বৃহজ্জন্তু, ভক্ষণ, অধিনস্থ, পদলেহন।

বাংলা নাটকের উৎপত্তির ইতিহাস: অনুকরণ করিবার সহজাত প্রবৃত্তি হইতে নাটকের উৎপত্তি। নৃত্য মানুষের ইতিহাসে সর্বাপেক্ষা প্রাচীনতম কলা। ভারতীয় নাটকের উৎপত্তি এই নৃত্য হইতে হইয়াছে, ইহা অনুমান করা অসঙ্গত নহে। ‘নৃৎ’ ধাতু হইতে ‘নাটক’ এই কথাটির সৃষ্টি হইয়াছে। নৃত্য হইতে ভারতীয় নাটকের জন্ম- এই মত ওল্ডেনবার্গ প্রভৃতির সহিত কিথ সাহেবও পোষন করিয়াছেন।[1] ঊনবিংশ শতাব্দীতে নাট্যমঞ্চের যবনিকা উত্তোলিত হবার পর বাংলা নাটক যখন আত্মপ্রকাশ করিল, তখন নিজের পায়ে ভর দিয়া দাঁড়াইয়া নিজের মনের কথা বলিবার ক্ষমতা তাহার ছিল না। কিন্তু, কিছুকাল পরেই সমাজের বিভিন্ন প্রকার জাগ্রত মানস চেতনার গতি ও সংঘাত বাংলা নাটকে রূপায়িত হইয়া উঠিল। নাটকের মধ্যে যে চেতনা মূর্ত হইতে লাগিল তাহার স্বরূপ জানিতে গেলে তৎকালীন বাংলার সামাজিক দিকে দৃষ্টিপাত করিতে হইবে।

জমীদার দর্পণ নাটকের সংক্ষিপ্ত পরিচয়: জমীদার বংশের সন্তান মীর মশাররফ হোসেন উদ্দেশ্যমূলক ভাবে ‘জমীদার দর্পণ’ নাটকটি ১৮৭২ সালে রচনা করেন। তিনি জমীদারের দ্বারা অত্যাচারিত মানুষের সকরুন আর্তিকে নাটকের মাধ্যমে তুলে ধরতে চেয়েছেন। শাসণতন্ত্রের প্রতিভূ জামাল, পেয়াদারা কাটমানি খেয়ে প্রজাদের নিঃস্ব করে দিত। অর্থের জোরে ধর্মের দোহাই দিয়ে মিথ্যা সাক্ষ্য প্রমাণের সাহায্যে মিথ্যাকে সত্য প্রতিপন্ন করে প্রজাদের সর্বস্বান্ত করে দিত। নাট্যকার ‘জমীদার দর্পণ’ নাটকের নিবেদন অংশে লিখেছিলেন —

‘জমীদার বংশে আমার জন্ম, আত্মীয়-স্বজন সকলেই জমীদার, সুতরাং জমীদারের ছবি অঙ্কিত করিতে বিশেষ আয়াস আবশ্যক করে না। আপন মুখ আপনি দেখিলেই হইতে পরে।’

(জমীদার দর্পণ নাটক, শ্রী মীর মশাররফ হোসেন কর্তৃক প্রণীত)

সবমিলিয়ে 'জমীদার দর্পণ' নাটকে তৎকালীন বঙ্গদেশের সামন্ততান্ত্রিক সমাজব্যবস্থায় শোষণ শাসনের নির্মম চিত্র, আর্থিক বৈষম্য, অন্তঃসারশূন্যতা এবং ধর্মের মোড়কে অনাচার ও অত্যাচারের বাস্তবচিত্র উন্মোচিত হয়েছে।

সিরাজগঞ্জে কৃষক বিদ্রোহের পটভূমিতে রচিত এই নাটকে নাট্যকার অত্যাচারী, স্বেচ্ছাচারী, দুশ্চরিত্র জমীদারদের অপকর্মের স্বরূপ উন্মোচন করেছেন। হায়ওয়ান আলী কোশলপুর গ্রামের লম্পট জমীদার। নারী লোলুপ এই জমিদার গ্রামের নিরীহ, দরিদ্র আবুমোল্লার সুন্দরী পত্নী নুরন্নেহারের প্রতি আকৃষ্ট হয়। নুরন্নেহার জমীদারের কুপ্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে। যার ফলে জমীদার তার স্বামীকে জোর জবরদস্তি করে ধরে আনে। এতেও কাজ না হওয়ায় পেয়াদারা জোর করে নুরন্নেহারকে জমীদারের কাছে হাজির করে। অতঃপর অন্তঃসত্ত্বা নুরন্নেহারের উপর পাশবিক অত্যাচার চালান হয়। মৃত্যু হয় নুরন্নেহার। তারপর টাকার জোরে হায়ওয়ান আলী বিচার ব্যবস্থাকে কিনে নেয় এবং বেকসুর খালাস পেয়ে যায়। নাটকের শেষ দৃশ্যে আবুমোল্লা জানায় যে, মামলায় জিতে জমীদার তার ঘরবাড়ি ভেঙে তাকে গ্রাম থেকে বিতাড়িত করেছে।

লেখকের পরিচয় : মীর মশাররফ হোসেন ১৮৪৭ খ্রিস্টাব্দের ১৩ই নভেম্বর নদীয়া জেলার গৌরীতটের নিকটবর্তী লাহিনীপাড়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। 'সৈয়দ' উপাধিধারী বংশকৌলিন্য জন্মসূত্রে লাভ করেন কিন্তু কর্মে পারদর্শিতা হেতু রাজদত্ত উপাধি হল 'মীর'। তিনি ফরিদপুরের নবাব এস্টেটে ম্যানেজারের পদে দীর্ঘদিন আসীন ছিলেন। শৈশবকাল থেকেই বাংলা সাহিত্যের প্রতি তিনি অনুরক্ত ছিলেন। বাল্যকালে তিনি গোপনে সাংবাদিকতার কাজ করতেন। ১৯১২ খ্রিস্টাব্দের ১৯শে ডিসেম্বর মীর মশাররফ হোসেন পরলোক গমন করেন।

আলোচ্য নাটক অনুসারে তৎকালীন সমাজের চিত্র: জীবের শত্রু জীব, মনুষ্যের শত্রু মনুষ্য, বাঙালী কৃষকের শত্রু বাঙালী ভূস্বামী আর দরিদ্র অসহায় প্রজাদের শত্রু জমিদার। ব্যাঘ্রাদি বৃহজ্জন্তু, ছাগাদি ক্ষুদ্র জন্তুগনকে ভক্ষণ করে; রোহিতাদি বৃহৎ মৎস, সফরীদিগকে ভক্ষণ করে; জমীদার নামক বড় মানুষ, প্রজা নামক ছোট মানুষকে ভক্ষণ করে। আমরা নিজেদের প্রতিবিম্ব দর্পণের মাধমে দেখতে পাই। ঠিক তেমনই সমাজে কি ঘটছে তা আমরা জানতে পারি 'নাটক' নামক দর্পণের মাধ্যমে। কারণ নাটক হল সমাজের দর্পণ। উনবিংশ শতাব্দীতে সমাজব্যবস্থা কেমন ছিল, জমীদার ও প্রজাদের মধ্যেকার সম্পর্ক কেমন ছিল তা আমরা আলোচ্য নাটকের মাধ্যমে জানিব।

চিরস্থায়ী বন্দোবস্থের সূত্র ধরে উনবিংশ শতব্দীতে সমাজে জমীদারী প্রথা শুরু হয়। জমীদারদের আধিপত্য স্থাপিত হয়। সেই সময়পর্বে লম্পট জমীদাররা কিভাবে দরিদ্র প্রজাদের শোষন, পীড়ন করত তা আলোচ্য নাটকের মাধ্যমে নাট্যকার সর্বসমক্ষে উপস্থাপন করেছেন। গরীর প্রজা আবুমোল্লাকে বিনা অপরাধে বলপূর্বক কিভাবে তুলে আনার আদেশ দেওয়া হচ্ছে সর্দারগণকে, তা আমরা নাটকের প্রথম অঙ্কে দেখতে পাই জমীদার হায়ওয়ান আলীর উক্তিতে -

'নামাজের সময় হয়েছে, চল নামাজ প'ড়ে আসি। ততক্ষণ হারামজাদাকে ধ'রে আনুক'।[2]

ধর্মের অন্তরালে জমীদারগণ কিভাবে অপকর্ম সাধন করতেন তা নাটকে বিদ্যমান। শুধু তাই নয় ধরে এনে প্রজাদের কতটা নির্মম শাস্তি দেওয়া হত তাও জমিদারের কথা থেকে জানা যায়—

'ওকে চোদ্দ পোয়া ক'রে মাথায় ইট চাপিয়ে দে, তা না হলে ও ন্যাকা কখনও টাকা দেবে না'![3]

বিনা অপরাধে আবুমোল্লার নিকট জরিমানা দাবি, ধরে এনে নির্যাতন এই সবকিছুর মাধ্যমে তৎকালীন সমাজের জমীদারদের নির্মমতা প্রকাশ পেয়েছে।

শুধু তাই নয়, জমীদাররা দরিদ্র প্রজাদেরকে অত্যাচারের পাশাপাশি তাদের স্ত্রীদের উপর নির্মমভাবে অত্যাচার করত। তৎকালীন সময়ে জমীদারের রাজত্বে তাদের কোনো সুরক্ষা ছিল না। পিতৃতুল্য জমীদাররা লোভ লালসার বশবর্তী হয়ে কিভাবে প্রজাদের 'স্ত্রী'দের ওপর অত্যাচার চালাত তা নাট্যকার আলোচ্য নাটকের মাধ্যমে পাঠকদের অবগত করেছেন -

হায়ওয়ান আলী: 'এখন তো হাতে প'ড়েছ ! এখন আর কে রক্ষা ক'র্ব্বে'?[4]

নুরন্নেহার : (সকরুণে) 'আপনি সব ক'র্ত্তে পারেন ! আমি আপনার প্রজা, আমি আপনার মেয়ে, আপনি আমার বাপ ! জাত্ মান রক্ষা ক'র্ত্তেও আপনি, প্রাণ রক্ষা ক'র্ত্তেও আপনি ! আমি আপনার মেয়ে, আপনি আমার বাপ ! (রোদন) আপনিই আমার জাত্ কুল রক্ষা ক'র্ব্বেন।'[5]

নুরন্নেহারের এই উক্তি উনবিংশ শতকের জমীদারদের অত্যাচারের চিত্রগুলোকেই ফুটিয়ে তুলেছে। এতদ্ সংক্রান্ত নানা অপকর্মসহ অন্তঃসত্তা নুরন্নেহারের মত হাজারো বাঙালি নারীকে সেই সময়কালে ধর্ষণ করে হত্যা করা হত। অথচ তাদের কোন সঠিক বিচার হত না।'জমীদার দর্পণ' নাটকে তৎকালীন সময়ে হওয়া বিচারের নামে প্রহসনের বিষয়টিও সুন্দরভাবে উপস্থাপিত হয়েছে।

তৎকালীন সময়পর্বে ক্ষমতায় আসীন জমীদার সহ তাদের অধিনস্থ চাকর, সর্দার, মোসাহেব সকলে এক বেপরোয়া জীবনযাপন করত। মোসাহেবগন নিজেদের সুখস্বাচ্ছন্দের জন্য জমীদারকে তোষামোদ করতো এবং সর্বদা তাদের পদলেহনের মাধ্যমে জীবন অতিবাহিত করত। এককথায় তারা জমীদারের অনুগ্রহের উপর নির্ভরশীল ছিল। যা আলোচ্য নাটকে তাদের বিভিন্ন উক্তির মাধ্যমে স্পষ্ট —

প্রথম মোসাহেবঃ 'আপনাদের পূর্বপুরুষের মতন তেজ থাকলে এত দিন কবে হয়ে যেত!'[6]

দ্বিতীয় মোসাহেব : 'ছোটলোকের ঘরে যার একটু সুন্দরী বিবী, তার এক পুষ্যিতেই একশ ! নিত্যি নতুন ফরমাস-নিত্যি নতুন আবদার।'[7]

সেসময়ে অনেক মানুষ ধর্মব্যবসায়ী হিসাবেও সমাজের ক্ষতিসাধন করেছে। তাদের মধ্যে জিতু মোল্লা এবং হরিদাস অন্যতম, যারা সত্যের কসম খেয়েও অনর্গল মিথ্যা সাক্ষী দিয়ে যেত –

জিতু মোল্লা: 'সে রাত্রে কোনো গোল হয় নাই। এসকল কেবল মিছে করে আবুমোল্লা এদের বাদিয়েছে।'[8]

হরিদাস : 'বড় ভাল মানুষ। আর সেই জমীদার বড়লোক, বড় ধার্ম্মিক, গরীব লোকের প্রতি তাঁর ভারি দয়া ! আমার বৈষ্ণবী যখন খাঁ সাহেবের বাড়ীতে যান তিনি কাপড় টাকা পয়সা চা'ল দয়া করে দিয়ে থাকেন।'[9]

এখানেই শেষ নয়, অবশেষে এই জমীদারগণ নিজেদের ক্ষমতার অপব্যবহার করে অত্যাচারিত, নিপীড়িত প্রজাদেরকেই মিথ্যা মামলায় ফাঁসিয়ে নিজেরা মুক্ত হয়ে যেত। পরবর্তীকালে পুনরায় প্রজাদের ওপর অত্যাচার চালাত। এইভাবেই 'জমীদার দর্পণ' নাটকের পরতে পরতে তৎকালীন সময় অর্থাৎ উনবিংশ শতাব্দীর একটি সামাজিক বাস্তব চিত্র ফুটে উঠেছে।

১৮৭২-৭৩ খ্রীষ্টাব্দের "সিরাজগঞ্জ-বিদ্রোহ" এর সময় পাবনা জেলার সর্বত্র যে কৃষক সমিতি গঠিত হইয়াছিল তাহা কোনো ক্রমেই আকস্মিক ছিল না। উনবিংশ শতাব্দীর কৃষক-বিদ্রোহ থেকে সংগ্রামী কৃষক যে অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছিল, তাহারই ফলস্বরূপ দেখা দিয়েছিল কৃষকের এই নিজস্ব সংগঠন। আর এই কৃষক বিদ্রোহের পটভূমিতেই রচিত হয়েছিল আলোচ্য 'জমীদার দর্পণ' নাটকটি। যেখানে শ্রী মীর মশাররফ হোসেন জমীদারদের অত্যাচার, প্রজাদের প্রতি অবহেলা এবং সামাজিক অবিচার স্পষ্টভাবে চিত্রিত করেছেন। যার মাধ্যমে উনবিংশ শতাব্দীর সমাজের চিত্র বিশেষ করে জমীদার ও

প্রজাদের মধ্যেকার সম্পর্ক এবং তৎকালীন সমাজের কুফলগুলির চিত্র দর্পণের প্রতিবিম্ব স্বরূপ ফুটে উঠেছে।

গ্রন্থপঞ্জী

১। ঘোষ, অজিতকুমার. বাংলা নাটকের ইতিহাস (নাটকের ষষ্ঠ সংস্করণ) প্রকাশক- শ্রীসুরজিৎ চন্দ্র দাস, জেনারেল প্রিন্টার্স য়্যান্ড পাব্লিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ১১৯, লেলিন সরণি, কলিকাতা ৭০০১৩.

২। মন্ডল, ড. সন্তোষকুমার. বাংলা ভাষা ও সাহিত্য, উদ্দালক পাবলিশিং হাউস, ১১/৩ উদয়পুর রোড, নিমতা, কলকাতা – ৭০০০৪৯.

৩। হোসেন, শ্রী মীর মশাররফ. জমীদার দর্পণ নাটক, কলিকাতা, সিমুলীয়া ২০১ নং করন্ওয়ালিস স্ট্রীট, ১২৭৯ বঙ্গাব্দ।

৪। চট্টপাধ্যায়, বঙ্কিমচন্দ্র. বঙ্গদেশের কৃষক, প্রবন্ধ।

৫। ভারতের কৃষক-বিদ্রোহ ও গনতান্ত্রিক সংগ্রাম (প্রথম খন্ড)। পরিবেশক-বিদ্যোদয় লাইব্রেরী প্রাইভেট লিমিটেড। ৭২ মহাত্মাগান্ধী রোড, কলিকাতা- ৯.

তথ্যসূত্র:

1. অবতারনিকা(নাটকের উৎপত্তি) পৃষ্ঠা-১, বাংলা নাটকের ইতিহাস (পরিবর্ধিত ষষ্ঠ সংস্করণ)
2. জমীদার দর্পণ নাটক, প্রথম আঙ্কের প্রথম গর্ভাঙ্ক
3. জমীদার দর্পণ নাটক, প্রথম আঙ্কের তৃতীয় গর্ভাঙ্ক
4. জমীদার দর্পণ নাটক, দ্বিতীয় অঙ্কের তৃতীয় গর্ভাঙ্ক
5. জমীদার দর্পণ নাটক, দ্বিতীয় অঙ্কের তৃতীয় গর্ভাঙ্ক
6. জমীদার দর্পণ নাটক, প্রথম অঙ্কের প্রথম গর্ভাঙ্ক
7. জমীদার দর্পণ নাটক, প্রথম অঙ্কের তৃতীয় গর্ভাঙ্ক
8. জমীদার দর্পণ নাটক, তৃতীয় অঙ্কের তৃতীয় গর্ভাঙ্ক
9. জমীদার দর্পণ নাটক, তৃতীয় অঙ্কের তৃতীয় গর্ভাঙ্ক